গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

স্মারক নং স্বাপকম/ আইন অধিশাখা/বিবিধ/২০১৪/১৪১ তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪

বিষয় ঃ বারডেম হাসপাতালের সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ স্বাপকম/ হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭(অংশ-১)-২৪৪, তারিখ ঃ ২১-০৪-২০১৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের নির্দেশ অনুসারে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্যের তদন্ত কমিটি কর্তৃক ২৬/০৪/২০১৪ এবং ২৯/০৪/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে বারডেম হাসপাতালের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন এতদসংগে দাখিল করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ১১৫(একশত পনের) ফর্দ মাত্র।

(গৌতম আইচ সরকার)
যুগ্মসচিব
ও
সভাপতি, তদন্ত কমিটি
ফোনঃ ৯৫৪০৪৯৩

নুরুন্নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব
(হাসপাতাল-২ শাখা)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১। যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং) , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫৯

বিষয় ঃ বারডেম হাসপাতালের সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ স্বাপকম/ হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭(অংশ-১)-২৪৪, তারিখ ঃ ২১-০৪-২০১৪

তদন্তে গৃহিত কার্যক্রম ঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে গঠিত ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গত ২৩/০৪/২০১৪ তারিখের স্বাপকম/ আইন অধিশাখা/বিবিধ/২০১৪/১২৯/২(৭) নম্বর স্মারকে যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করে ২৬/০৪/২০১৪ তারিখ শনিবার সকাল ৯.০০টা থেকে শাহবাগস্থ বারডেম হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে মহাপরিচালকের মিনি কনফারেন্স রুমে সরেজমিনে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।তদন্ত কমিটির নিম্নোক্ত সদস্যেগণ তদন্তকালে উপস্থিত ছিলেনঃ

১। গৌতম আইচ সরকার, যুগ্মসচিব ও সভাপতি, তদন্ত কমিটি।

২। ডাঃ খান আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক , মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও প্রতিনিধি,বিএমডিসি।

৩। খায়রুজ্জামান কামাল, কোষাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

৪। মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, উপসচিব, জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫। ডাঃ মোঃ জাহেদুর রহমান,সহকারী পরিচালক (আইন) ও প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

কমিটির তদন্ত কালে বারডেম হাসপাতালের মহাপরিচালক, পরিচালকগণ, সিনিয়র বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসার, সহকারী রেজিষ্ট্রার, নার্স, ওয়ার্ড মাষ্টার, নিরাপত্তা কর্মি, আন্দোলরত ডাক্তারদের প্রতিনিধিগণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন বারডেম কর্তৃপক্ষের উপস্থাপিত ১৮ (আঠার) জন স্বাক্ষীর লিখিত জবানবন্দী ও সাক্ষ্য গৃহীত হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয়। সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়। ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন এমন একজন রোগীর জবানবন্দীও গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও কোন কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশ্নের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে জানা হয়।

পরবর্তীতে রোগী সংশ্লিষ্ট পক্ষের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য ২৭/০৪/২০১৪ তারিখের স্বাপকম/ আইন অধিশাখা/বিবিধ/২০১৪/১৩০/৪(৬) নম্বর স্মারকে নোটিশ প্রদান পূর্বক ঘটনা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব এ বি এম মাসুদ হোসেনসহ ৪(চার) জনের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষীগণের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিশ্লেষণ ঃ

১। ১ নং স্বাক্ষী ডাঃ মো ফিরোজ আমিন, সহকারী অধ্যাপক (এন্ডোক্রায়োলনজি) । তিনি জানান ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩৩১ নম্বর বেডের রোগী সিরাজুল ইসলাম ১৩/০৪/২০১৪ তারিখ রাত সোয়া ৮.০০ টায় মারা যান। ডিউটি ডাক্তার তাঁকে রাত ৮.৩০ মিনিটে রোগী মারা যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানায় এবং হাসপাতালে আসতে অনুরোধ করে । পরবর্তীতে রাত ৮.৪৫ মিনিটে অধ্যাপক ফারুক পাঠান তাকে হাসপাতালে যেতে বলেন। তিনি উপপরিচালক নাজিম সাহেবকে বিষয়টি জানান এবং রাত ৯.৩০ মিনিটে হাসপাতালে আসেন । তিনি এসে দেখতে পান ১৩২২ নং ডক্টরস রুমে ডাঃ কল্যাণ, ডাঃ আনোয়ার, সহকারী রেজিষ্ট্রার ডাঃ শামীমা মৃত রোগীর সহযোগীদের সাথে কথা বলছেন। তিনি আরো জানান যে, তাদের মধ্যে একজন সাবেক শ্রম প্রতি মন্ত্রীর এপিএস মিঃ বাবু এবং পুলিশের এডি.এস.পি. মাসুদ বলে পরিচয় দেয় । তাদের বক্তব্য ছিল আই.সি.ইউতে ঠিক সময় পাঠালে রোগী বেঁচে যেত। ডিউটি ডাক্তাররা জানায় আই.সি.ইউতে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করার আগেই রোগী মারা যায়। রোগীর স্বজনদের মধ্যে এসপি মাসুদ মৃত্যু জনিত সনদ নিয়ে চলে যাবার কথা বলেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায় রোগীর চিকিৎসার ফাইল রোগীর স্বজনেরা নিয়ে যায়, ফাইলটি পরে সিস্টারস্ কর্ণারে পাওয়া যায়। এসময় ডিউটি ডাক্তারদের ১৩২২ নম্বর কক্ষে হৈ চৈ শুনে এসপি মাসুদ সাহেবকে ট্যাকেল করতে অনুরোধ করলে তিনি সেখানে যান। তিনি মৃত্যুর সনদ পত্র লেখার প্রক্রিয়া শুরু করেন । রোগীর স্বজনেরা রোগীর ফাইল ও ইসিজি রিপোর্ট চায়। তিনি ফাইল দিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু ইসিজি রিপোট দেবার জন্য ডাঃ শামীমাকে বলেন। ইসিজি রিপোর্টের সময় লেখা ছিল ১১.৩৯ মিঃ । তখন স্বজনরা জানায় রোগী মারা গেছে ৮.৩০ মিঃ এবং ইসিজি করা হয়েছে ১১.৩০ মিঃ ।তারা তাঁর কাছে ইসিজি মেশিন চায় এবং কেস করার কথা জানায়। এরপর করিডোর দিয়ে নিচে নামার সময় কতিপয় লোকজন এই সাক্ষীকে আঘাত করে, তবে আঘাতের সময় মাসুদ এবং বাবুকে তিনি দেখেননি। যে ব্যক্তি মেশিন চেয়েছিল সে তাঁকে মারামারি থেকে রক্ষা করে। তিনি নিচে চলে যান এবং ফোনে ডাঃ নাজিমকে ঘটনা জানান। উল্লেখ্য উপপরিচালক ডাঃ নাজিম এরূপ বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে থাকেন, কিন্তু তিনি তখনো হাসপাতালে আসেন নাই।

জেরায় ১ নং এই স্বাক্ষী জানায় যে, তিনি আসার আগেই ডিউটিরত ডাঃ কল্যাণ ও ডাঃ আনোয়ারকে চড় থাপ্পর মারা হয়েছে। তিনি ঐদিন রাতে কনসালটেন্ট রাউন্ডের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে আঘাত করার সময় রোগীর ছেলে কিবা মেয়ে জড়িত ছিল কিনা -এরূপ প্রশ্নের উত্তরে জানায় যে, তারা আসলে জড়িত ছিল না এবং তিনি তাদের দেখেননি। তদন্ত কমিটির সভাপতি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ' আপনাকে আঘাত করার সময় এস.পি মাসুদ এবং মিঃ বাবু জড়িত ছিল কিনা ?' এর উত্তরে এই স্বাক্ষী জানায় যে 'তারা জড়িত ছিলেন না'। জেরায় 'যারা তাকে মেরেছে তাদের এখন দেখলে বা ছবি দেখলে চিনতে পারবেন কিনা' এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে 'আমি কাউকে দেখিনি'।

২। ২ নং সাক্ষী ডাঃ শামীমা আক্তার, সহকারী রেজিষ্ট্রার তিনি জানান যে, ১৩/০৪/২০১৪ তারিখ রাত ৭.৩০ মিঃ রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং তিনি তা রেজিষ্ট্রার ডাঃ ফারিয়া আফসানাকে টেলিফোনে জানান। এরপর তিনি ICU ডাঃ রাজনকে ৭.৪৫ মিঃ জানান এবং

ডাঃ রাজন এসে CPR প্রক্রিয়া শুরু করেন । ৩০ মি CPR অবস্থায় ছিল এবং ৮.১৫ মিঃ রোগী মারা যায়। রোগীর ইসিজি করা হয় আনুমানিক ৭.২০ মিঃ । প্রথম বারের কাগজ ঠিকমত না আসায় ২ (দুই) বার ইসিজি করা হয়। রোগীর আত্মীয় স্বজনের সাথে ডাক্তাররা কথা বলা শুরু করলে মৃত রোগীর মেয়ে সাক্ষীকে 'তুই চুপ' বলে । রোগীর স্বজনেরা কতব্যরত ডাক্তারদের ঘিরে ফেলে। তখন এই সাক্ষী ভিতরের রুমে ঢুকে উপপরিচালক ডাঃ নাজিম, পরিচালক ডাঃ মল্লিক, ডাঃ ফারুক পাঠান এবং Security কে ফোন করে। বাহিরের রোগীর লোকেরা লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং বাথরুম থেকে সাক্ষীকে টেনে হিচরে বের করেন। তাঁর মোবাইল ফোন এবং হাসপাতালের ফোন কেড়ে নেয়। মৃত রোগীর মেয়ে সাক্ষীর সামনেই ডাঃ কল্যাণকে চড় মারেন। ডাঃ আজাদ এসে মৃত্যুর সনদ পত্র লিখে দেন। এ সময় সাক্ষী শুনতে পায় স্বজনরা অন্যা ডাক্তারদের মারধোর করছে। তিনি Security Station ফোন করার পরেও কোন Security দেখেননি। জেরায় এই সাক্ষী জানায় তিনি ঘটনার সময় বারডেমের কোন অফিসিয়ালকে দেখতে পাননি। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা পরিহারের জন্য পযাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী, উপর্যুক্ত কাজের পরিবেশ, করিডোর ও ওয়ার্ডে আরো সিসি টিভি ক্যামেরা এবং নিয়ন্ত্রিত রোগীর স্বজনদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ প্রয়োজন মর্মে সুপারিশ করেন।

৩। ৩য় সাক্ষী ডাঃ কল্যাণ দেব নাথ, ঘটনার সময় ডিউটিরত ডাক্তার। তিনি মূলত MD –র ছাত্র । তিনি জানান যে, সন্ধ্যা ৭.০০ টার সময় কতব্যরত নার্স তাদেরকে জানায় যে, ১৩৩১ নম্বর বেডের রোগী শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি এবং ডাঃ আনোয়ার ঐ কক্ষে যায় এবং রোগীকে অক্সিজেন দেয়। রোগীল ব্লাডপ্রেশার ছিল ৭৫/৫৫ । ৭.২০ মিঃ সহকারী রেজিষ্ট্রার ডাঃ শামীমা ঐ রুমে আসেন। এই সাক্ষীর পরবর্তী বক্তব্য ২ নং সাক্ষীর সাক্ষের অনুরূপ। সাক্ষী আরো জানায় প্রাক্তন এপিএস বাবু এবং ঢাকার এসপি মাসুদ তাঁকে হুমকি দেয় রাত ১০.০০ টার দিকে এক দল লোক তাঁকে এবং ডাঃ আনোয়ার কে মারতে মারতে মেঝে ফেলে দেয়। এসময়ে পুলিশের পোষাক পরা দুজন ঘটনার বর্ণনা শুনে চলে যায়। এপিএস বাবু নিরাপত্তা কর্মকর্তা মানিক মোল্লাকেও ভয় দেখান। মৃত রোগীর মেয়ে দরজা ভেঙ্গে তাকে আনার পথে ডান গালে চড় মারে।

৪। ৪ নং সাক্ষী ডাঃ আনোয়ার হোসেন। তিনিও এমডির ছাত্র । তিনি ঘটনার দিন ১৩/০৪/২০১৪ তারিখ বিকাল ২.০০ টা থেকে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত ১৩২ নং ওয়ার্ডে দায়িত্বরত ছিলেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য ৩য় সাক্ষীর বক্তব্যের অনুরূপ । তিনি আরো জানান যে, ডাঃ শামীমাকে বাথরুম থেকে টেনে বের করে আনে এবং ডাঃ কল্যাণকে থাপ্পর মারে মৃত রোগীর মেয়ে । অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ রুমের মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে নিজ হাতে বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা লিখে নেয় এবং আমাদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় । তারা রুমের টিভি, কম্পিউটার, পানির ফিল্টার ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলে। বাংলাভিশন, আরটিভি এবং কতিপয় চ্যানেলে আমাদের ছবি তোলে এবং জোর করে সাক্ষাৎকার নেয়। তিনি আরো জানান যে, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তিনি ১৭/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসা নেন।

৫। ৫ নং সাক্ষী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ শহিদুল হক মল্লিক বর্তমানে বারডেম হাসপাতালে পরিচালক(হাসপাতাল ও প্রশাসন) । তিনি রাত আনুমানিক ৯.৪৫ মিঃ সময় জানতে পারেন যে, ১৩ তলায় ১৩৩১ নম্বর বেডের রোগী মারা যাওয়ায় উত্তেজিত স্বজনরা চিকিৎসদের বকা ঝকা করছে। তিনি তখন রমনা থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করেন এবং দ্রুত পুলিশ পাঠানোর অনুরোধ করেন। একই সাথে বারডেমে কর্তব্যরত আনসারের পিসিকে কতব্যরত ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য নির্দেশ দেন। নিরাপত্তা কর্মীরা

তাকে জানান যে, পুলিশ যথাযথ ভুমিকা পালন করছে না। রোগীর একজন আত্নীয় পুলিশের এডিশনাল এসপি মিঃ মাসুদ পুলিশকে ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে বলছেন।তিনি পরবর্তীতে রমনা জোনের ডিসি এবং এসিকে (মিঃ মেহদি হাসান) ফোন করেন। পুলিশের নিরব ভুমিকার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি র‌্যাবের কর্ণেল জিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন। রাত ১২.০০ টার পর র‌্যাব-৩ এর সদস্যারা ঘটনাস্থলে আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। এর মধ্যে তিনি হাসপাতালের যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন), উপপরিচালক ডাঃ নাজিম, ডাঃ অংকুরকে ঘটনাস্থলে যেতে বললে রাত ১০.৪৫-১১.১৫ মিনিটে মধ্যে তারা হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি আরো জানান যে, বিগত ৭ বছরের অভিজ্ঞতায় একজন উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার সরাসরি ইন্ধনে এধরনের ঘটনা ঘটতে দেখেননি। পুলিশ বাহিনীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয়ার ফলে এধরনের ঘটনা ঘটেছে।

৬। সাক্ষী ৬ অধ্যাপক মোঃ ফারুক পাঠান, বিভাগীয় প্রধান, এন্ডোক্রাইনোলজী বিভাগ। তিনি তার বক্তব্যে জানান ঘটনার দিন ১৩/০৪/১৪ তারিখে নিয়মিত রাউন্ড দেয়া সত্ত্বেও সকালে এবং বেলা আনুমানিক ২.০০টার দিকে রোগীকে তিনি দেখেন। তখন রোগীর স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। রাত ৮.৪৫ মিঃ পরিস্থিতি জানতে পেরে তিনি ডাঃ ফিরোজ আমিনকে হাসপাতালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন । এরপর হাসপাতালে উপপরিচালক ডাঃ নাজিম এর সাথে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি হাসপাতালে মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্রিগেডিয়ার মল্লিক এর সাথে যোগাযোগ করেন। রাত সাড়ে নয় টার পর ডাঃ ফিরোজ আমিন এর সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে রাত সারে বারো টার সময় ডাঃ নাজিমের সাথে কথা বলে জানতে পারেন রোগীর মৃত দেহ আত্নীয় স্বজনের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৭। সাক্ষী ৭ মোঃ মিজানুর রহমান, প্লাটুন কমান্ডার (আনসার)। তিনি ঘটনার দিন রাত আট টায় Security সুপারভাইজার এর কাছ থেকে জানতে পারেন ১৩৩২ নম্বর বেডের রোগী মারা যাওয়ায় স্বজনরা উত্তেজিত। তিনি তাকে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। তখন তিনি ১০/১৫ জন আনসার নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং ডাক্তারদের ঘিরে রাখেন। রোগীর মেয়ে এবং প্রতি মন্ত্রীর এপিএস মিঃ বাবু ডাক্তারদের মারতে যান। তিনি তখন বাধা দেন। ইতোমধ্যে একজন লোক এসপি মাসুদ বলে পরিচয় দেন এবং ডাক্তারদের নানা ধরনের হুমকি দেন । তখন ৫/৬ জন টহলরত পোষাকধারি পুলিশ আসলে অতিরিক্ত এসপি তাদেরকে চলে যেতে বলেন । এসময় একজন সাংবাদিক ছবি তুলতে আসলে তাঁর পিছনে অপরিচিত ১০/১৫ জন লোক ঢুকে পড়ে ডাঃ আনোয়ার ও ডাঃ কল্যাণকে কিল ঘুষি মারে। অতিরিক্ত এসপি সাহেবের সামনে মারা মারি হয়েছে। র‌্যাব আসলে উনারা চলে যান।

৮। সাক্ষী ৮ মোঃ মানিক মোল্লা, সিনিয়র নিরাপত্তা সুপার ভাইজার। তিনি ১৩/৪/২০১৪ তারিখ রাত নয়টায় মোবাইলে সংবাদ পেয়ে ১৩ তলায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পান রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর লোকজন উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারদের গালাগাল করছে। তখন তিনি তাদেরকে থামাবার চেষ্টা করলে তাকে চেয়ার তুলে মারে। তিনি বিষয়টি পরিচালক, হাসপাতালকে জানালে তিনি থানায় খবর দিতে বলেন। বিশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত হলে পুলিশ কর্মকর্তা মাসুদ সাহেবের সাথে কথা বলে চলে যান। তখন তিনি মাসুদ সাহেবের সহযোগিতা চান। ইতোমধ্যে প্রচুর লোক ডাক্তাদের মারধোর শুরু করেন। ঐ সময় মহিলা ডাক্তার শামীমাকে

বাথরুম থেকে টেনে বের করে এলোপাথারী মারধোর করেন। পরবর্তীতে পুলিশ কর্মকর্তা মাসুদ সাহেব ডাঃ আজাদকে নিজ হাতে মারধর করে। র‍্যাব আসার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।

৯। সাক্ষী ৯ রুমী খাতুন, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স । ঐ দিন রাত সোয়া আট টার দিকে রোগী মারা যায়। ইসিজি করা হয় সোয়া আট টার আগে। তিনি ওয়ার্ডে বসে ডাক্তারদের কক্ষে চিৎকার শুনতে পান। কিন্ত মারামারি দেখেনি। তখন ডাক্তারদের কক্ষে আনসার ছিল। রাত সারে বারোটার সময় স্বজনরা লাশ নিয়ে যান।

১০। সাক্ষী ১০ অমৃত চন্দ্র দাস, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স । তিনি জানান ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে ১৩৩১ নম্বর বেডে রোগী শ্বাসকষ্ট হওয়ায় ডাক্তার কল দেন। আইসিইউ ডাক্তার ১০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা দেন। এই অবস্থায় সিফটিং সময় সোয়া আট টায় তিনি অন্য ষ্টাফ নার্স রুমী খাতুনকে দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। তখন পর্যন্ত মারামারি হয়নি।

১১। আন্দোলনরত ডাঃ মোর্শেদ উদ্দীন আকন্দ(সাক্ষী ১১), ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (সাক্ষী ১২), ডাঃ মতিউর রহমান(সাক্ষী ১৩), ডাঃ মোঃ কাররুল আজাদ(সাক্ষী ১৪) , ডাঃ আহমেদ সালাম মীর (সাক্ষী ১৫) সহিংসতা নিরসনের জন্য কিছু সুপারিশ লিখিতভাবে প্রদান করেন। মৌখিক ভাবে আন্দোলনরত ডাক্তারা জানান যে, বারডেমের মেডিকেল অফিসারদের ৩ বছর অন্তর চাকুরী থেকে সয়ংক্রিয় ভাব অব্যাহতির নিয়মের কারণে তাঁরা আর এই প্রতিষ্ঠানকে 'নিজেদের প্রতিষ্ঠান' মনে করেন না।

১২। সাক্ষী ১৬ ওয়ার্ড ১৩২ বেড ১৩৩৪ এর রোগী এসএম আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি ঘটনার সময়ও ঐ বেডের রোগী হিসাবে ছিলেন। তিনি জানান ঘটনার দিন রোগী খুব সিরিয়াস ছিল। পাঠান স্যার রোগীর সাথে অনেকক্ষন কথা বলেছেন। তিনজন ডাক্তার বুকে প্রেসার দিয়ে অনেকক্ষন চিকিৎসা দেন।এক ঘন্টার মধ্যে রোগী মারা যায়। তার আধ ঘন্টার মধ্যে অনেক লোকজন এসে ভাঙচুর শুরু করে। তিনি ডাক্তারদের রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন।

১৩। সাক্ষী ১৭ মুঃ ফজলে রাব্বী, যুগ্মপরিচালক(প্রশাসন)। তিনি জানান ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে রাত ৮.১৫ মিঃ রোগী মৃত্যুবরণ করেন। রোগীর নিকট টাকা পাওনা ছিল। পাওনা টাকা নিয়ে রোগীর স্বজনদের সাথে কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

১৪। সাক্ষী ১৮ অধ্যাপক নাজমুন নাহার, মহাপরিচালক, বারডেম। ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে রাত ৯.৩০ মিঃ সময় অধ্যাপক ফারুক পাঠানের ফোনে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে হাসপাতালের পরিচালক (হাসপাতাল) কে ফোন করে হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ প্রশাসনে যোগাযোগের নির্দেশ দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কোন ভুমিকা না নেওয়ায় র‍্যাবের সাথে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। পুলিশের একজন উর্ধতন কর্মকর্তার বিতর্কিত ভূমিকার কারণে অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । চার জন চিকিৎসক, ,নিরাপত্তা সুপার ভাইজার এবং আনসারের পি.সি শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হয়। এ বিষয়ে রমনা থানায় জিডি করা হয় এবং পরবর্তীতে সিএমএস কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়।

১৫। সাক্ষী নং ১৯ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন। বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকায় সংযুক্ত তিনি তার বক্তব্যে জানান ১৩/০৪/২০১৪ তারিখ রাত ৯.০০ টার সময় ভাগ্নে পারভেজের কাছ থেকে তার আপন মামাতো ভাই রোগী সিরাজুল

ইসলাম বারডেম হাসপাতালে মারা যাওয়ার সংবাদ শুনে ইউনিফম পরিবর্তন করে রাত দশ টায় হাসপাতালে যান। সেখানে তিনি তার আরেক মামাতো ভাই মোঃ মোশারফ হোসেন এর কাছ থেকে জানতে পারেন রোগীর চিকিৎসা ঠিকমত না হওয়াতে ডাক্তারদের সাথে মৃত ব্যক্তির ছেলে, মেয়ে ও তাদের বন্ধুদের সাথে ঝগড়া হয়েছে। তাই ডাক্তাররা মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে চাচ্ছেনা । তখন তিনি ডাক্তারের রুমে যান। রুমের মধ্যে টি-শার্ট পরিহিত একজন ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখেন। রুমের মধ্যে আরো দুজন সাদা এপ্রোন পরিহিত ছিলেন। তখন মৃত্যের ছেলে ও মেয়ে ঐ ডাক্তারের কাছে কর্তব্যরত ডাক্তারদের অবহেলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ঐ ডাক্তার লিখিত অভিযোগের পরামর্শ দিলে বাহিরে অবস্থানরত যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারের সাথে তর্কে জড়িয়ে পরেন। আমি যুবকদের চিনি না। পরে জানতে পারি তারা মৃত্য ব্যক্তির এলাকার ছেলে। তখন তিনি সিরাজের ছেলেকে বলে তোমাদের বন্ধুদের চলে যেতে বল। এ সময় ছেলেরা চলে যায়। ডাঃ আমিন তখন ডেড সার্টিফিকেট দেয়ার কথা বলেন। ডাক্তারদের রুম থেকে বের হওয়ার সময় তিনি ডাক্তার ফিরোজ আমিনের পরিচয় জানতে পারেন । সার্টিফিকেট লেখার সময় উপস্থিত ৫০/৬০ জন অল্প বয়সের ছেলে উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর করতে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন রোগীর ই.সি.জি রিপোর্ট দেখে বলেন যে রোগী মারা গেছে আট টায় ইসিজি রিপোর্টে টাইম কি ভাবে রাত ১১.০০ টা হয়। তিনি তাদের কাউকে চেনেন না। তিনি নার্সেস স্টেশনের পাশে দাড়ানো অবস্থায় একজন আনসার সদস্যের কাছে শুনতে পান ডাক্তারদের রুমে ঢুকে ছেলেরা ডাক্তারদের মারছে। পরে শুনেন যে, কিছু ছেলে দুজন ইন্টার্নী ডাক্তারকে মেরে সেখান থেকে চলে গিয়েছে। মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট দেয়ার পর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। ঘটনার দুদিন পর টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে পারেন তার উসকানির কারণে হামলা হয়েছে। তিনি রাত দশ টায় হাসপাতালে যান কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারেন যে ডাঃ শামীমাকে রোগীর মৃত্যুর পর পরই শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। অতএব তার ইন্ধন থাকার প্রশ্ন অবান্তর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর চিকিৎসায় অবহেলা করেছে এবং ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে কোন বেআইনী কর্মকান্ডে জড়িত হইনি। যারা মেরেছে তাদেরকে তিনি চেনেন না।

১৬। সাক্ষী ২০ ফারহানা নাসরিন, তিনি মৃত রোগীর কন্যা । তিনি জানান ডাঃ কল্যাণ ও ডাঃ আনোয়ার স্টুডেন্ট ডাক্তার, তাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে বিকেল চারটায় তার বাবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে কর্তব্যরত ডাক্তারদের বিষয়টি জানালে তারা ঐ সময় অক্সিজেন সরবরাহ না করে তাকে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে বলেন এবং এক পর্যায়ে হাসপাতাল থেকে বের করে দেন। এর তিন ঘন্টা পর অনেক অনুরোধ করে তিনি হাসপাতাল ভবনে প্রবেশ করেন। পুনঃরায় সিস্টারকে অনুরোধ করলে ডাক্তাররা অক্সিজেন দেয়ার দু মিনিট পর তার বাবা মারা যায়। তিনি অক্সিজেন যন্ত্রটি বিকল এবং রোগীকে আইসিইউতে নিয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন। ডেথ সার্টিফিকেটে রোগীর মৃত্যুর সময় ৮.১৫ ঘটিকা এবং ইসিজি টেষ্টের সময় ২৩.৩৯.০৩ ঘটিকায় উল্লেখ আছে। তার পরিবারের শত্রু পক্ষের সাথে যোগসাজশে রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তার বাবার কোন কার্ডিয়াক সমস্যা ছিল না।

১৭। ২১ নং সাক্ষী ইসহাক হোসেন বাবু । মৃত ব্যক্তি তার মামা । মৃত্যুর সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তিনি বারডেমি পৌছান ৯.৩০ মিঃ। তার সামনে কোন মারামারি ঘটনা ঘটেনি। আইসিইউ ডাঃ রাজন তার সামনে বলেন রোগী মূলত শ্বাসকষ্টে মার গেছেন। সিনিয়র ডাক্তারদের জানানো উচিত ছিল। ডাঃ নাজিম ১০.৪৫ মিঃ উপস্থিত হলে তার কাছে মেডিকেল রিপোর্ট চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন এবং ডেথ সার্টিফিকেট দেন। ইসিজি কাগজে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান দেখে আত্মীয় স্বজনরা উত্তেজিত হয়েছেন কিন্তু

কোন মারামারি ঘটেনি। ঐ সময়ের তোলা দুটি ছবি থেকে দেখা যাবে ডাক্তারদের কোন জখম নাই। হাসি মুখে বিদায় দেয়ার ছবিও তিনি দাখিল করেন। ছাত্র ডাক্তারাই চিকিৎসা করতে যেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

১৮। ২২ নং সাক্ষীরা জাতীয় প্রেস ক্লাব কর্মচারী ইউনিয়ন কর্মকর্তা। তার লিখিত বক্তব্যে জানান যে,ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার কারণে সিরাজুল ইসলাম মারা যান। ডাক্তারগণ রোগীর প্রতি মনোযোগ ছিলেন না। রোগীকে আইসিইউতে না নেয়া ভুল হয়েছে বলে অন্য ডাক্তারগণ স্বীকার করেন। তাদের উপস্থিতিতে কোন ডাক্তারের উপর হামলা হয়নি। তার ঘটনার ক্ষতিপুরনও দাবী করেন।

পর্যবেক্ষণ ঃ

ঘটনা সম্পর্কে ২২(বাইশ) জন সাক্ষীরজবানবন্দী, লিখিত বক্তব্য, সাক্ষ্য,সরেজমিনেসংশ্লিষ্ট বেড, ওয়ার্ড, ডক্টরস রুম পরিদর্শন করে কমিটির নিকট প্রতিয়মান হয় যে, ১৩/০৪/২০১৪ তারিখ রাত আনুমানিক ৮.১৫ মিনিটের দিকে ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩৩১ বেডের রোগী জনাব সিরাজুল ইসলাম কার্ডিয়াক এরেস্ট-এ মারা যান। যদিও মৃত্যুর বিষয়ে তার স্বজনদের চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ আছে। রোগী ইতোপূর্বে অধ্যাপক মোঃ ফারুক পাঠান এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঘটনার সময় অর্থাৎ রাত আট টার দিকে রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় ডাঃ আনোয়ার, ডাঃ কল্যাণ এবং সহকারী রেজিষ্ট্রার ডাঃ শামীমা CPR প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং আই.সি.ইউ ডাক্তার কল করেন। রোগীকে আইসিইউতে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার অবস্থায় সোয়া আট টার দিকে রোগী মারা যায়। এ সময়ে রোগীর ইসিজি করা হলে ইসিজি রিপোর্টে সময় আসে ১১.৩৯ মিঃ । যথাযথ ভাবে সময় সেট না করার কারণে ভুল রিডিং উঠেছে বলে ডাক্তার বলেন। রোগী মারা যাওয়ার পরে ডক্টরস রুমে রোগীর স্বজনের সাথে ডাক্তাররা কথা বলার সময়ে স্বজনেরা উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারদের গালাগাল করতে থাকলে বিষয়টি ডিউটি ডাক্তাররা ডাঃ ফিরোজ আমিনকে জানায় । ইতোমধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পুলিশ এসে উপস্থিত হলেও পুলিশের একজন উর্ধোতন কর্মকর্তা উপস্থিতির কারণে নিষ্ক্রিয় থাকে বলে ধারণা করা হয়। হাসপাতালে তখন দায়িত্বরত তিন জন ডাক্তারের মধ্যে ২জন বারডেম হাসপাতালে শিক্ষার্থী (এম.ডি কোর্স) এবং মাত্র মার্চ, ২০১৪ মাসে বারডেমে যোগদান করেছেন। তাঁদের এধরণের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলনা। ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রোগী মারা যাওয়ার কারণে রাত ৮.১৫ মিঃ থেকে ৯.৩০ মিঃ পর্যন্ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন অভিজ্ঞ সিনিয়র ডাক্তার কিংবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে ডিউটিরত ডাক্তাররা উত্তেজিত জনতার হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন। রাত সাড়ে নয় টার দিকে সহকারী অধ্যাপক ডাঃ ফিরোজ আমিন উপস্থিত হলেও তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হন।রাত বারটার পরে র‍্যাব উপস্থিত হলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনরা লাশ নিয়ে চলে যান। রাত সোয়া আটটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন উর্ধতন কর্মকর্তা স্বশরীরে হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে চেষ্টা করেননি। টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। প্রায় চার ঘন্টা ধরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বজায় থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে প্রবেশ কিংবা বাহির হবার কলাপসিবেল গেট বন্ধ না করার কারণ স্পষ্ট নয়। যার ফলে

অনুপ্রবেশকারীরা ঘটনা ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পেরেছেন ।হাসপাতালে বিভিন্ন তলায় এবং ওয়ার্ডে কর্মরত ডাক্তার, কর্মকর্তা, কর্মচারী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা কেন সহযোগীতার জন্য এগিয়ে আসেননি -এর কারণ বোধগম্য নয়। ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে বারডেম হাসপাতালে সংঘটিত অনাকাংখিত ঘটনার বিষয়ে উভয় পক্ষ বিজ্ঞ আদালতে নালিশি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছেন, যা বর্তমানে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারীর পর্যায়ে আছে।

সহিংসতা নিরসনের গঠিত কমিটির সুপারিশ ঃ

১। উর্ধোতন কর্মকর্তাগণের অনুপস্থিতি ঃ

বারডেমে গত ১৩ এপ্রিল দুর্ঘটনার সময় উর্ধতন পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নি। মিড লেভেল ডাক্তার ও শিক্ষার্থী ডাক্তাররা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তারাই আক্রান্ত হন। অথচ হাসপাতালে একজন মহাপরিচালক, একাধিক পরিচালক, উপপরিচালক পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন। অথচ ১৩ এপ্রিলে ঘটনার সময় বা পরবর্তীতে তাদেরকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে দেখা যায় নি। উর্ধতন কর্মকর্তাগণের দু' একজন উপস্থিত থাকলেই এই অনভিপ্রেত ঘটনা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হতো।
এ ক্ষেত্রে বারডেমের উর্ধতন কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত এরূপ অবহেলা তদন্ত কমিটির কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে।

২। ঘটনাস্থলে পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার উপস্থিতি ঃ

রোগীর মৃত্যুর পর একজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং একজন প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার উপস্থিতি বারডেম হাসপাতালে ১৩ এপ্রিল, ২০১৪ এর অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটনে মৃত রোগীর স্বজনদের এবং উপস্থিত তাদের বাসস্থানের এলাকার মানুষদেরকে উৎসাহিত করে এবং যা এই ঘটনায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে।

৩। নিরাপত্তা এলার্মঃ

বারডেম হাসপাতালে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপ্রীতকর ঘটনা কিংবা বিশৃংখলা দেখা দিলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্বরত কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা কর্মীদের রুমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এলার্ম বাজলে যথাযথ কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এ ধরণের ব্যবস্থা বারডেম হাসপাতালে এবং অন্যান্য বড় হাসপাতালে করা যেতে পারে। প্রয়োজনে প্রতি তলায় নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা যায়।

৪। 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' গঠন ঃ

বারডেম হাসপাতালসহ অন্যান্য সুবৃহত হাসপাতালে উদ্ভুত এ ধরনের জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থাকা বাঞ্চনিয় । যতক্ষন পর্যন্ত না পৃথক 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' গঠন করা হয়, সে পর্যন্ত এ ধরনের জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বারডেমসহ অন্যান্য বড় হাসপাতালে পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা (শিফটিং করে) সিনিয়র কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারেন।

৫। চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

বারডেম ঘটনার পর্যালোচনায় দেখা যায় মৃত রোগীর ইসিজি রিপোর্টে প্রকৃত সময় থেকে দুঘন্টাপরে সময় রেকর্ডকৃত হয়েছে। রিপোর্টটি দেখার পরে মৃত রোগীর স্বজনেরা উত্তেজিত হয়ে পরেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী ঘটনার সূত্রপাত। তাই বারডেমসহ অন্যান্য হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে প্রতিটি যন্ত্রপাতি পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্তপাতির প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বজনগ্রাহ্য হয়।

৬। ওয়ার্ডে একই ধরণের রোগী ভর্তি করণ ঃ

বারডেমে যে কোন ওয়ার্ডে যে কোন বিভাগের রোগী ভর্তি করানো হয়। এক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডে বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি করা হয়, যার ফলে রোগীর আত্নীয় স্বজনদের কাছে অনেক সময় মনে হতে পারে রোগীর যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে না। আলোচ্য ঘটনার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি কাজ করেছে। রোগীদের রোগ অনুসারে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে ভর্তি করা উচিৎ।

৭। বারডেমের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন ঃ

বারডেম হাসপাতালের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসারগণ তিন বছর চাকুরীর পর তাদের চাকুরী আপনা আপনি অবসান ঘটে। ফলে অন্যত্র চাকুরী নিয়ে চলে যেতে হয়। সেখানে বারডেমে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য আগত শিক্ষার্থী ডাক্তারদের উপর হাসপাতালটি নির্ভরশীল। বারডেমের নিয়মিত চাকুরীরত মেডিকেল অফিসারগণ যার কারণে হাসপাতালে কোন সংকটে সাড়া দিতে চান না।উদ্ভুত ঘটনাটিতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে। ঘটনার সময় ৩৫/৪০ জন ডিউটি ডাক্তার বিভিন্ন ওযার্ডে থাকলেও তারা সহকর্মীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। হাসপাতালের তিন বছর চাকুরীর পর মেডিকেল অফিসারদের বিদায় করার এই নিষ্ঠুর নিয়ম অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

৮। চাকুরীর নিশ্চিয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণঃ

বারডেমের মেডিকেল অফিসার এবং অন্যান্য চাকুরীজিবীদের মধ্যে চাকুরী নিশ্চয়তা, ধারাবাহিকতা, নিরাপত্তা নিশ্চিত না থাকার কারণে , তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করেন না। এ বিষয়ে বারডেম হাসপাতালের সর্বোচ কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করছি।

৯। ডাক্তার -রোগীদের এডেনডেন্টদের কাউনসিলিং এবং আর্ন্তসম্পর্কের উন্নয়ন ঃ

হাসপাতালের রোগীর জন্য একজন সুনির্দিষ্ট এডেনডেন্ট নিয়োগ করার প্রথা চালূ করা উচিৎ। যদি ডাক্তারগণ রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য কাউনসিলিং এর মাধ্যমে রোগীর সংগে থাকা এডেনডেন্টকে নিয়মিত অবহিত করেন তা হলে ডাক্তার এবং এডেনডেন্টদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটার সম্ভবনা কম থাকে। । ডাক্তারগণ নিয়মিত গুরুত্তর অসুস্থ রোগীর পরিবারের সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ে কাউসিলিং করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে ।

১০। ডাক্তারদের সিনিয়র ও জুনিয়রের সমন্বয় করে দায়িত্ব বন্টন করণঃ

সিনিয়র ও জুনিয়র ডাক্তারদের সমন্বয়ে দায়িত্ব বন্টন বিশেষত রাত্রি কালিন দায়িত্ব প্রদান করা হলে উদ্ভুত এ ধরনের ঘটনা নির সনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সংযুক্তি ঃ

(ক) মোট ২২ (বাইশ) জন সাক্ষীর লিখিত বক্তব্যের মুল কপি ৬০ (ষাট) ফর্দ।
(খ) মৃত রোগী মোঃ সিরাজুল ইসলামের বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদির অনুলিপি ৩৪ (চৌত্রিশ) ফর্দ।
(গ) বারডেম এবং প্রতিপক্ষের সি.আর. মামলার আরজি ও জিডির অনুলিপি ১১(এগার) ফর্দ।
সর্ব মোট ১০৫(এক শত পাঁচ) ফর্দ।

৩০/০৮/১৪
(ডাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান)
,সহকারী পরিচালক (আইন)
ও
প্রতিনিধি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৩০/৪/২০১৪
(মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের)
উপসচিব, জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩০.৪.১৪
(খায়রুজ্জামান কামাল)
কোষাধ্যক্ষ
ও
প্রতিনিধি
ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

৩০/৪/২০১৪
(ডাঃ খান আবুল কালাম আজাদ)
অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ও
প্রতিনিধি,বিএমডিসি।

৩০/০৪/২০০৬
(গৌতম আইচ সরকার)
যুগ্মসচিব (আইন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, তদন্ত কমিটি।